শিলচর মেডিকেল কলেজ গৌহাটীতে আরম্ভ করিবার প্রতিবাদে জনসভা

গত ১৯শে জুন রবিবার শিলচর ওরিয়েন্টেল সিনেমা হলে শ্রীদ্বারিকা নাথ তেওয়ারী এম পি'র সভাপতিত্বে প্রস্তাবিত শিলচর মেডিকেল কলেজ শিলচরে আরম্ভ না করিয়া গৌহাটীতে আরম্ভ করিবার প্রতিবাদে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় দ্বিতীয় মেডিকেল কলেজ ডিমাণ্ড কমিটির সেক্রেটারী শ্রীএ কে দাসের বক্তৃতার পর শ্রীসুখময় সিংহ, শ্রীনরেশ ভৌমিক ও ছাত্র প্রতিনিধি শ্রীসুব্রত চক্রবর্ত্তী বক্তৃতা করেন। তাহারা প্রস্তাবিত শিলচর মেডিকেল কলেজ শিলচরে আরম্ভ না করিয়া গৌহাটীতে আরম্ভ করিবার অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়া সরকারী মনোভাবের তীব্র সমালোচনা করেন। শ্রীসুখময় সিংহ বলেন যে, শিলচরে মেডিকেল কলেজের ৪০ জন ছাত্রের ক্লাশ ও বাসস্থানের উপযুক্ত গৃহ নাই এই অজুহাতে শিলচরে মেডিকেল কলেজ নাম দিয়া গৌহাটীতে কলেজ আরম্ভ করার পিছনে নিশ্চয়ই কোন সরকারী কারসাজি আছে। তিনি বলেন যে সরকার মূল্য গ্রহণ করিয়া তাহাকে টিন ও সিমেণ্ট সরবরাহ করিলে তিন সপ্তাহের মধ্যে নিজ ব্যয়ে তিনি ৪০ জন ছাত্রের উপযুক্ত ক্লাস ও বাসস্থানের বন্দোবস্ত করিয়া দিতে প্রস্তুত এবং তিন বৎসর পর্য্যন্ত বিনা ভাড়ায় তিনি গৃহগুলি সরকারকে দিতে পারেন।

শ্রীতেওয়ারী তাহার সভাপতির ভাষণে বলেন যে, শিলচর মেডিকেল কলেজে ছাত্রভর্ত্তি সম্পর্কে যে ভাবে আসাম গেজেটে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হইয়াছে তাহা সত্যসত্যই বিস্ময়কর। তিনি প্রস্তাব করেন যে, শিলচর মেডিকেল কলেজের ক্লাশের জন্য শিলচর জি, সি, কলেজকর্তৃপক্ষ জি, সি, কলেজগৃহ ব্যবহারের জন্য যে প্রস্তাব দিয়াছিলেন তাহা সরকারকে মানিয়া লওয়া উচিত। তাহা না হইলে অযথা কাছাড়ের ছাত্রগণ আর্থিক ক্ষতির সম্মুখীন হইবে এবং গবর্ণমেণ্টের মনোভাব সম্পর্কে এই অঞ্চলবাসীর মনে সন্দেহের উদ্রেক হইবে।

ভোটের সদ্ব্যবহার

গণতন্ত্রে ভোটের মূল্য ও মর্য্যাদা অপরিসীম। এই মূল্য ও মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন মঙ্গলদৈ মহকুমার সিয়ামনদলগাঁও আঞ্চলিক পঞ্চায়েতের ভোটদাতারা। ভোটারলিষ্ট অনুযায়ী মোট ১১৫৯ জন ভোটারের মধ্যে ১১০৪ জন ভোটার ভোট দিয়াছেন এই আঞ্চলিক পঞ্চায়েত নির্ব্বাচনে।

কাছাড় কলেজের প্রিন্সিপাল

গত ২১শে জুন শিলচরে প্রস্তাবিত কাছাড় কলেজের উদ্যোক্তাগণের একসভা ডাঃ বি, ভট্টাচার্য্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সর্ব্বসম্মতিক্রমে আগরতলা বীর বিক্রম মাণিক্য কলেজ ও শিলচর জি সি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ শ্রীযোগেন্দ্র কুমার চৌধুরী এম এ বি এস (কলিকাতা) বি এ (অক্সন) কে কাছাড় কলেজের প্রিন্সিপাল রূপে নিয়োগের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। শ্রী চৌধুরী কার্য্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত কাছাড়ের এম, পি শ্রীনিবারণ চন্দ্র লস্কর এম এ অবৈতনিক প্রিন্সিপালরূপে কলেজের কাজ চালাইয়া যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

করিমগঞ্জ হইতে কয়েক হাজার লোক পায়ে হাটিয়া শিলচরে নিখিল আসাম বঙ্গভাষা সম্মেলনে যোগদানের সম্ভাবনা

জানা গিয়াছে যে করিমগঞ্জ বদরপুর প্রভৃতি স্থান হইতে ৪।৫ হাজার লোক পায়ে হাটিয়া শিলচরে আসন্ন নিখিল আসাম বঙ্গভাষা সম্মেলনে যোগ দিতেছে

—উত্তর কাছাড় থেকে—

[নিজস্ব প্রতিনিধি]

গত চৈত্র মাসে হাফলং এ ব্যাপকভাবে জল-বসন্তের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল এখন ও তার জের মিটেনি। তার উপর হাফলং এর কাছে মাহুরে আজ কদিন হলো কলেরা দেখা দিয়েছে, ইতিমধ্যেই তিন জন লোক কলেরায় মারা গিয়েছে বলে সরকারী স্বাস্থ্যবিভাগ ঘোষনা করেছেন। পুরবাদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত মাহুরের কোন ব্যবসায়ী হাফলং বাজারে কোন প্রকার খাদ্য দ্রব্য বিক্রয় করতে পারবেন না বলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে।

হাফলং বাজারে পাইকারী ক্রেতাদের একচেটিয়া অধিকারে নিত্যপ্রয়োজনীয় শাকসব্জি দুধ প্রভৃতি স্থানীয় খুচরা ক্রেতাদের কাছে দুর্লভ ও দুর্মূল্য হয়ে দাড়িয়েছে। খুচরো ক্রেতারা পাইকারী ক্রেতাদের কবল থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায়ই খুজে পাচ্ছেন না।

উত্তর কাছাড়ে একটি কলেজের প্রয়োজনীয়তার কথা উপলব্ধি করে হাফলংএ এবছর একটি কলেজ সুরু করবার আয়োজন চালাচ্ছেন হাফলংএর কয়েকজন উদ্যোক্তা। এই প্রচেষ্টা সফল হলে উত্তর কাছাড়ের একটি অভাব দূরীভূত হবে।

বিদ্রোহী ফিজো

বহুদিন পর নরঘাতক নাগা বিদ্রোহী ফিজোর সন্ধান মিলিয়াছে। পাকিস্তান ও চীনে অজ্ঞাতবাসের পর বর্ত্তমানে সে লণ্ডনে পৌছিয়াছে। ভারত সরকার ফিজোকে বিচারের জন্য ভারতে পাঠাইতে বৃটীশ সরকারকে লিখিয়াছেন বলিয়া প্রকাশ। ইতিমধ্যে ফিজো দরদী একদল লোক ফিজোর প্রতি করুণা প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রীমতী বিজয়লক্ষীর নিকট আবেদন করিয়াছেন। ফিজো নাকি বর্ত্তমানে অসুস্থ।

শিলচর, মাণিকচাঁদ প্রেস হইতে যতীন্দ্র মোহন বড়ভূইয়া কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও আলোক কার্যালয় হইতে প্রকাশিত
সম্পাদক— যতীন্দ্র মোহন বড়ভূইয়া